গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬।

পরিপত্র

নং-০৭.১৫৬.০৩২.০৬২.০০.০২.২০০৯- ৫১৫

তারিখ: ২৫-০৮-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
১০-০৫-১৪২০ বঙ্গাব্দ

বিষয়: সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যয় প্রসঙ্গে।

বিগত বছরগুলোতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সীমিত সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ধরণের ব্যয়ে অপচয় রোধ, সরকারি সম্পদ ব্যবহারে কৃচ্ছ্র সাধন এবং পণ্য ও সেবাগ্রহণ যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১. অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে সকল প্রকার যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে (বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকলে) অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

২. এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন যে সকল অনুমোদিত/সংশোধিত প্রকল্পে সরকারী অর্থায়নে/ প্রকল্প ঋণের অর্থায়নে গাড়ীক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সিসি এবং দর অনুসরণ করতে হবে;

৩. (ক) সরকারী দপ্তরে ১৬০০ সিসির উর্ধ্বে সিডান গাড়ী এবং ২৭০০ সিসির উর্ধ্বে SUV (জীপগাড়ী) ব্যবহার করা যাবে না;

(খ) বাজেটে যানবাহন ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবে প্রামাণ্য কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলো দিতে হবে-

(১) ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত যানবাহন অনুমোদিত টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা;
(২) প্রস্তাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা;
(৩) প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে গাড়ী অকেজো ঘোষণা করে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?
(৪) গাড়ী অকেজো ঘোষণার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;

(গ) অর্থ বিভাগের নির্ধারিত দরে গাড়ী ক্রয় করতে হবে।

(ঘ) যেসব যানবাহন বিদেশ থেকে আমদানী করা অপরিহার্য কেবল মাত্র সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানীর মাধ্যমে ক্রয় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সিডি ভ্যাটসহ মূল্য নির্ধারণ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সভার জন্য জনপ্রতি আপ্যায়ন খরচ ১২/- টাকার স্থলে ২৫/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো;

৫. টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি এবং গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে এবং এ সকল খাতে কোন বিল বকেয়া রাখা যাবে না;

উপ-সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
ডাইরী নং ...
তারিখ ...

যুগ্ম-সচিব-১ দপ্তর
ডাইরী নং ২৪৫৪
তারিখ ৪/৯/১৩

৬. প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাগণের আবাসিক টেলিফোনের ন্যায় সকল দাপ্তরিক টেলিফোনের ব্যয়সীমা স্ব-উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে;

৭. (ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ডিসিপ্লিন ফোর্সেস এবং সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রহরী, মালি এবং ক্লিনার/সুইপারসহ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের পরিবর্তে Out Sourcing এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করার বর্তমান নিয়ম চালু রাখতে হবে।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত ৪র্থ শ্রেণীর যে সকল পদ অবসর জনিত বা অন্য কোনো কারণে শূন্য হবে সে সব পদে Out Sourcing এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতে হবে।

৮. (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল যথাসম্ভব রাজস্ব বাজেটেভুক্ত জনবলের মধ্য থেকে প্রেষণের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে।

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহনের জ্বালানী ব্যয় রাজস্বখাত থেকে বহন করা যাবে না।

৯. (ক) প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রটোকল প্রদানের ক্ষেত্রে একজনের বেশী কর্মকর্তাকে প্রটোকল কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

(খ) ভিআইপিদের আগমন উপলক্ষে কোন গেইট/তোরণ নির্মাণ করা যাবেনা।

১০. সরকারী কার্যোপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী সদস্য/কর্মকর্তার সংখ্যা যৌক্তিক (rational) হতে হবে;

১১. (ক) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহকে আপ্যায়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে।

(খ) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ৫% এর বেশী হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণের বিধান রয়েছে। এ বিধান অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।

১২. (ক) বছরের শুরুতে Procurement Plan এবং সরকারি ভবন/স্থাপনা/সড়ক নির্মাণ ও মেরামত/সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এই পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে কোথায় কতটি ভবন/ স্থাপনা/সড়ক নির্মাণ ও মেরামত/সংস্কার করা হবে। অর্থ বিভাগ এসব পরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অর্থ বরাদ্দ/ ছাড় করবে।

(খ) প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ড হার (যেমন প্রতি বর্গফুটের নির্মাণ/মেরামত ব্যয়, প্রতি কি:মি: সড়কের নিমার্ণ/মেরামত ব্যয়)নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কমিটিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধিসহ অন্তত দুইজন External Expert থাকতে হবে।

১৩. অনুমোদিত বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা যাবে না। অপরিহার্য ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ করতে হলে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব (মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা) কর্তৃক অনুমোদন ক্রমে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(জালাল আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও ব্যঃনিঃ)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বিতরণঃ-

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

-৩-

০৩। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।
০৪। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
০৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০৬। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/~~বিভাগ~~
(অধীনস্থ সকল দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

নং ১৮.০১১.০৩৩.০০.০০.০২৯.২০১০(অংশ-২)-৬৯৫ তারিখ: ৩১-০১-২০১৪ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ মোবারক হোসেন খন্দকার)
সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)
ফোন: ৯৫১৫৫৫১

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা, বাগেরহাট।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৭। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৯। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
১০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১১। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।